আলমডাঙ্গায় ড্রাগন বাগানের বৈদ্যুতিক ফাঁদে আটকে কৃষকের প্রাণহানি

আলমডাঙ্গা উপজেলায় এক ড্রাগন চাষী চুরি ও পশুপাখি ঠেকাতে পাতা বৈদ্যুতিক ফাঁদে আটকা পড়ে শেখ আব্দুল হালিম (৫০) নামে এক কৃষক মারা গেছেন। আজ শুক্রবার সকাল ১০ টার দিকে উপজেলার খাদেমপুর ইউনিয়নের মাজহাট এলাকার বাইলে মাঠ থেকে তার মরদেহ উদ্ধার করা হয়।

নিহত শেখ আব্দুল হালিম ওই এলাকার মৃত শেখ মহিউদ্দীনের ছেলে। এ ঘটনায় নিহতের পরিবারের পক্ষে থেকে থানায় হত্যা মামলা দায়ের করা প্রস্তুতি চলছিল। ঘটনায় পর থেকেই ড্রাগন চাষী শাজাহান হোসেন মিরা পলাতক রয়েছেন।

স্থানীয়রা জানান, গত ৪ বছর আগে মাজহাট গ্রামের বাইলে পাড়া মাঠে ড্রাগন চাষ করেন একই এলাকার শাজাহান হোসেন মিরা। চুরি ও পশুপাখি রোধে বাগানের চারিপাশে বৈদ্যুতিক তার বিছিয়ে রাখেন। আজ শুক্রবার সকালে নিহত শেখ আব্দুল হালিমসহ আরও দুজন প্রতিবেশী জিল্লুর রহমানের কলা বাগানে কাজ করতে যান। সকাল ১০টার দিকে হালিম পানি খাওয়ার জন্য ড্রাগন বাগানে যায়। এসময় ছিটিয়ে রাখা বৈদ্যুতিক তারে জড়িয়ে ঘটনাস্থলেই তিনি মারা যান।

এদিকে কৃষক আব্দুল হালিমের মৃত্যুর ঘটনায় ড্রাগন চাষী শাজাহান হোসেন মিরার বিরুদ্ধে শাস্তির দাবি তুলেছে এলাকাবাসী।

আব্দুল জব্বার নামের এক কৃষক জানান, কয়েক মাস আগে চুরি ও পশুপাখি রোধে বাগানের চারিদিকে বৈদ্যুতিক তার ছিটিয়ে রেখেছে। সার্বক্ষণিক ওই তারে বিদ্যুৎ থাকে। ড্রাগন মালিক কোন প্রচার কিংবা ব্যানার ফেস্টুন না লাগিয়ে মানুষ মারার ফাঁদ তৈরি করেছে।

আলমডাঙ্গা থানার (ওসি) শেখ গণি মিয়া জানান, আজ শুক্রবার দুপুরে ঘটনাস্থল থেকে নিহত কৃষকের মরদেহ উদ্ধার করা হয়েছে। এঘটনায় তদন্ত চলছে। আইনগত বিষয়টি প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

সংক্ষিপ্ত সিলেবাস চেয়ে চুয়াডাঙ্গায় মানববন্ধন ও সড়ক অবরোধ শিক্ষার্থীদের

সংক্ষিপ্ত সিলেবাস চেয়ে চুয়াডাঙ্গায় মানববন্ধন ও সড়ক অবরোধ করেছে ষষ্ঠ থেকে নবম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা।

গতকাল বৃহস্পতিবার সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত চুয়াডাঙ্গা সরকারি উচ্চবিদ্যালয়, সরকারি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়সহ বিভিন্ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা চুয়াডাঙ্গা শহরের প্রাণকেন্দ্র শহীদ হাসান চত্বরে এই কর্মসূচি পালন করে। এরপর কিছু সময়ের জন্য তারা সড়ক অবরোধ করে। এতে যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়।

পরিস্থিতি বিবেচনায় ঘটনাস্থলে আসেন চুয়াডাঙ্গা সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) নাজিবুল আলম ও সদর উপজেলা সহকারী কমিশনার (ভূমি) এস. এম. আশিস মোমতাজ। তারা শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কথা বলেন।

শিক্ষার্থীরা আশ্বাস পেয়ে কর্মসূচি থেকে বিরত থাকে। এ সময় মানববন্ধনে শিক্ষার্থীদের প্রতিনিধি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন হাসান শাহরিয়ার অপূর্ব, হাসিবুর রহমান রাহাত, সাকিউল ইসলাম প্লাবন, এনজামুল তাহমিদ আলভি, ফাতেমাতুজ জোহরা হাবিবা, ওয়ালিদ হোসেনসহ প্রায় শতাধিক শিক্ষার্থী এতে অংশ নেয়।

দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের

নবনির্বাচিত সভাপতিকে ফুলেল শুভেচ্ছা

এস এসসি ৯২ ব্যাচের পক্ষ থেকে ৯২ ব্যাচের বন্ধু দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের নবনির্বাচিত সভাপতি শামসুজ্জোহা পলাশকে ফুলেল শুভেচ্ছা দিয়েছেন।

গতকাল বৃহস্পতিবার বিকাল ৫ টার দিকে দামুড়হুদা পাইলট গার্লস স্কুল এন্ড কলেজের হলরুমে এ শুভেচছা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন এস এসসি ৯২ ব্যাচ দামুড়হুদা উপজেলার সভাপতি নাসির উদ্দিন, সিনিয়র সহ-সভাপতি শামসুজ্জোহা পলাশ, সিনিয়র সহ-সভাপতি আব্দুল হালিম ভুট্টু, সহ-সভাপতি ইনামুল করিম শাহ ইনু, সাইফুল ইসলাম মজিবার হালসোনা জাহাঙ্গীর হোসেন লিটন তাহাজ উদ্দিন তাজু,আব্দুল মমিন, একরামুল হক মেম্বার।

সাধারণ সম্পাদক আল হেলাল রাজা, সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক মাহফুজুর রহমান বেল্টু, যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক, আলাউল হক, আসাদুর রহমান বাদশা, আব্দুর রশিদ, আব্দুল গাফফার শক্তি, আসলাম উদ্দীন, ইকবল হোসেন, একরামুল হক লিটন, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল খালেক, অর্থ ও দপ্তর বিষয়ক সম্পাদক একরামুল হক।

দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের নবনির্বাচিত সভাপতি শামসুজ্জোহা পলাশ এস এসসি ৯২ ব্যাচের সকল বন্ধুকে ধন্যবাদ জানান এবং বন্ধুত্বের বন্ধন আরো অটুট করার আহ্বান জানান।

চুয়াডাঙ্গায় শিক্ষার্থীদের মাধ্যমে উদ্ধার জখম মানসিক

ভারসাম্যহীন রোগীর অবস্থার উন্নতি

চুয়াডাঙ্গা রেলওয়ে স্টেশনে সাকিব বিশ্বাস নামে এক কলেজ শিক্ষার্থী ব্যক্তিগত কাজে আসেন। এ সময় স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে গুরুতর জখম অবস্থায় এক প্রতিবন্ধী মানসিক ভারসাম্যহীন নারীকে পড়ে থাকতে দেখেন এই শিক্ষার্থী।

কৌতুহলবশত ওই নারীর সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেন তিনি। ওই নারী মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন বলে বুঝতে পারেন। পরে তার শরীরে গুরুতর জখম দেখতে পায়। সেই ক্ষতস্থানে পোকায় বাসা বেধেছে। এ সব দেখে ওই শিক্ষার্থী দ্রুত তার সহকর্মী ও সিনিয়রদের বিষয়টি অবগত করেন। তাৎক্ষণিকভাবে শিক্ষার্থীদের উদ্যোগে চুয়াডাঙ্গা ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্সের কর্মীদের সহযোগিতায় ওই নারীকে উদ্ধার করে সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বর্তমানে রোগীটির চুয়াডাঙ্গা সদর হাসপাতালের মহিলা সার্জারী ওয়ার্ডে তার চিকিৎসা চলমান রয়েছে। বর্তমানে শিক্ষার্থী এবং বিভিন্ন মহলের সহযোগিতায় চিকিৎসা সেবা চলমান আছে। রোগীটির অবস্থার উন্নতি হয়েছে বলে জানান শিক্ষার্থী সাকিব বিশ্বাস।

চুয়াডাঙ্গা সরকারি কলেজে অধ্যায়নরত সাকিব বিশ্বাস বলেন, স্টেশনে আমরা একজন বৃদ্ধাকে অসুস্থ অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখি। তার কাছে যেয়ে দেখি ডান পায়ের এক অংশ ইনজুরি এবং ক্ষত সৃষ্টি করে পোকা বাসা বেধেছে। আমরা চুয়াডাঙ্গা সাধারণ শিক্ষার্থী মিলে সিধান্ত নিই তার চিকিৎসা সেবা দেওয়া প্রয়োজন যোগাযোগ করে ফায়ার সার্ভিসের সহযোগিতায় এ্যাম্বুলেন্সে হাসপাতালে নিয়ে আসি।

এসএসসি ৯২ ব্যাচ দামুড়হুদা

উপজেলা দ্বিবার্ষিক কমিটি গঠন

এসো বন্ধু স্মৃতির টানে মিলি আমরা প্রানের বন্ধনে এই স্লোগানকে সামনে রেখে এসএসসি ৯২ ব্যাচ দামুড়হুদা উপজেলা দ্বী বার্ষিক কমিটি গঠন করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার বিকাল পাঁচটার দিকে দামুড়হুদা পাইলট গার্লস স্কুল এন্ড কলেজ হলরুমে এ কমিটি গঠন করা হয়।

এসএসসি ৯২ ব্যাচের দামুড়হুদা উপজেলা আহবায়ক কমিটির সভাপতি নাসির উদ্দিনের সভাপতিত্বে উপজেলা১৬ টি উচ্চ মাধ্যমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সকলেই একত্রিত হয়ে ৫১ সদস্যর আংশিক এই কমিটি গঠন করা হয়।

সভাপতি নাসির উদ্দিন, সিনিয়র সহ-সভাপতি শামসুজ্জোহা পলাশ, সিনিয়র সহ-সভাপতি আব্দুল হালিম ভুট্টু, সহ-সভাপতি ইনামুল করিম শাহ ইনু, সাইফুল ইসলাম মজিবার হালসোনা জাহাঙ্গীর হোসেন লিটন তাহাজ উদ্দিন তাজু, আব্দুল মমিন, আসাদুর রহমান বাদশা।

সাধারণ সম্পাদক আল হেলাল রাজা, সিনিয়র যুগ্ম সম্পাদক মাহফুজুর রহমান বেল্টু, যুগ্ন সাধারণ সম্পাদক, আলাউল হক, আব্দুর রশিদ, আব্দুল গাফফার শক্তি, আসলাম উদ্দীন, ইকবল হোসেন, একরামুল হক লিটন, অর্থ ও দপ্তর বিষয়ক সম্পাদক একরামুল হক, সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল খালেক। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন আল হেলাল রাজা।

আলমডাঙ্গায় ভোক্তা অভিযানে তিন প্রতিষ্ঠানে ৩৭ হাজার টাকা জরিমানা

আলমডাঙ্গার আসমানখালি বাজারে মেসার্স বাবুল ডেন্টাল কেয়ারে অভিযান চালিয়েছে জেলা ভোক্তা অধিদফতর। এ সময় ভুয়া চিকিৎসক বাবুল রহমানকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। সিলগালা করা হয় মেসার্স বাবুল ডেন্টাল কেয়ার নামে ওই প্রতিষ্ঠানটি।

আজ বৃহস্পতিবার দুপুরে উপজেলার গাংনী ইউনিয়ন আসমানখালি বাজার এলাকায় গোপন সংবাদের ভিত্তিতে ভ্রাম্যমাণ আদালতের মাধ্যমে অভিযান চালান চুয়াডাঙ্গা ভোক্তা অধিদফতরের সহকারী পরিচালক সজল আহম্মেদ।

ভ্রাম্যমাণ আদালত সূত্রে জানা গেছে, দীর্ঘদিন ধরে ভুয়া নাম-পরিচয়ে ডেন্টাল সার্জন সেজে বাবুল রহমান রোগীদের চিকিৎসা করছিল। তার বিডিএস ডিগ্রি নেই। প্রেসক্রিপশনে ডেন্টাল সার্জন লিখলেও তার কোনো মাধ্যমিক সার্টিফিকেটও দেখাতে পারেননি। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালতে এসব অপকর্মের কথা স্বীকার করেন। প্যাডে যে রেজিস্ট্রেশন নম্বর ব্যবহার করেছেন সেটিও ভুয়া। পরে ভ্রাম্যমাণ আদালত তাকে ১০ হাজার টাকা জরিমানাসহ প্রতিষ্ঠানটি সিলগালা করে।

সজল আহম্মেদ বলেন, গত কয়েক বছর আগে গ্রামঞ্চলে তিনি দাঁতের মাজন বিক্রি করতেন। সেখান থেকে তিনি তার সহযোগী রোকনুজ্জামান ঘের”র সহযোগীতায় দাঁতের ডেন্টাল কেয়ার খুঁলে রোগীদের সাথে প্রতারণা করে আসছে। মেসার্স বাবুল ডেন্টাল কেয়ারের মালিক চিকিৎসক পরিচয়দানকারী বাবুল রহমানের কাছে দাঁতের চিকিৎসা সেবা দেওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় কাগজপত্র দেখতে চাওয়া হয়। বাবুল সনদ দেখাতে ব্যর্থ হয়। যা সম্পূর্ণভাবে মানুষের সঙ্গে প্রতারণা করা হচ্ছে। পরে তাকে ১০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। একইসঙ্গে মেসার্স বাবুল ডেন্টাল কেয়ার সিলগালার আদেশ দেওয়া হয়।

এছাড়া একই দিন দুপুরে জেলা ভোক্তা অধিদফতর অভিযান চালায় সার-কীটনাশক, সবজি, ডিম, মুদি দোকানসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় বিভিন্ন পণ্যের প্রতিষ্ঠানে তদারকি করেন। এসময় মেসার্স নিজামুল এন্ড ব্রাদার্স নামক সার-কীটনাশকের দোকানে সরকার নির্ধারিত মূল্যের অতিরিক্ত দামে সার বিক্রয় ও সার ক্রয় বিক্রয়ের ভাউচার দেখাতে না পারার অপরাধে প্রতিষ্ঠানের মালিক মো: নিজামুল হায়দারকে ২০ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়। এছাড়াও মেসার্স মজিবার স্টোরের মালিক মো: মহিবুল ইসলামকে নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের মূল্যতালিকা প্রদর্শন না করা ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে খাদ্যপণ্য সংরক্ষণ ও নিম্নমানের মেয়াদ বিহীন শিশুখাদ্য বিক্রয়ের অপরাধে তাকে ৭ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়।

দর্শনায় জনতা ব্যাংকের নতুন ভবন শুভ উদ্বোধন অনুষ্ঠানে আব্দুর রাজ্জাক

চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় জনতা ব্যাংকের নতুন স্থানান্তরের শুভ উদ্বোধন করা হয়েছে। আজ বৃহস্পতিবার সকাল ১১ টার দিকে দর্শনা রেল বাজার বাগদাদ মার্কেটের দ্বীতীয় তলায় জাঁকজমকপৃর্ন আনুষ্ঠানিক ভাবে ফিতা কেটে নতুন ভবনের উদ্ধোধন করেন জনতা ব্যাংকের খুলনা বিভাগীয় মহাব্যাবস্থাপক আব্দুর রাজ্জাক। পরে শুরু হয় আলোচনাসভা।

দর্শনা জনতা ব্যাংক শাখার ব্যবস্থাপক ফুহাদ হাসান খানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত থেকে তিনি বলেন, জনতা ব্যাংক মানেই জনতার ব্যাংক গ্রাগকরা ব্যাংকের প্রান। আপনারা জনতা ব্যাংকে আসবেন এবং সেবা নেবেন।সেবাই কোন ক্রটি হলে সংশিষ্ট কতৃপক্ষকে জানাবেন। আপনাদের সার্বিক সহযোগিতা পেলে সফলতার সাথে এগিয়ে যাবে জনতা ব্যাংক।এ সময় বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন, কেরু এ্যান্ড কোম্পানীর মহাব্যাবস্থাপক অর্থ আব্দুস ছাত্তার, জনতা ব্যাংকের সহকারী এরিয়া মহাব্যাবস্থাপক আশরাফুজ্জামান, খুলনা বিভাগীয় কার্যলয়ের সহকারী মহাব্যাবস্থাপক সাইফুল ইসলাম প্রমুখ।

এ নতুন ভবন উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রায় ৪শ গ্রাহক উপস্থিত ছিলেন। এ অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন দর্শনা জনতা ব্যাংকের সিনিয়র কর্মকর্তা রেজাউল হক।

দর্শনায় মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত

ওয়েভ ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে ও পিকেএসএফ এর সহায়তায় পারকৃষ্ণপুর - মদনা ইউনিয়নে মৎসজীবিদের নিয়ে আধা নিবিড় পদ্ধতিতে কার্প জাতীয় মাছের উন্নয়ন ও মোটাতাজাকরনের পদ্ধতি ও প্রযুক্তি নিয়ে মাছ চাষের অভিজ্ঞতা বিনিময় ও উদ্বুদ্ধ করার লক্ষ্যে মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল বুধবার বিকালে পারকৃষ্ণপুর গ্রামে এ মাঠ দিবস অনুষ্ঠিত হয়। মাঠ দিবসে মৎসজীবি সংগঠনের অন্যতম সংগঠক সাধন হালদারের সভাপতিত্বে মাঠ দিবসের অনুষ্ঠানে অতিথি হিসাবে ছিলেন এশিয়ান টিভির জেলা প্রতিনিধি মোঃ আজাদ হোসেন।

এ ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন বিএনপির পারকৃষ্ণপুর- মদনা ইউনিয়নের সভাপতি শফিউল্লাহ শফি, সাধারণ সম্পাদক আজিবার রহমান, দর্শনা প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি ও দর্শনা সাংবাদিক সমিতির সাধারন সম্পাদক হানিফ মন্ডল, দর্শনা প্রেস ক্লাবের সাবেক সভাপতি আওয়াল হোসেন, মনিরুজ্জামান মনি, সাংবাদিক মামুন, ওয়েভ ফাউন্ডেশনের সহকারী পরিচালক নির্মল দাস, সিনিয়র সমন্বয়কারী মোঃ কামরুজ্জামান যুদ্ধ ও মৎস কর্মকর্তা আবু সাই।

মাঠ দিবসের অনুষ্ঠানে বক্তারা বলেন বিগত দিনে বাংলার মানুষ ছিলো মাছে-ভাতে বাঙ্গালী । এই প্রথা এখন অতিত ও স্মুতিময়। তবে বর্তমানে এখনো এই বাংলায় নদ-নদী,খাল- বিল, বাওড় ও পুকুরসহ যত ধরনের জলাশয় আছে তা যত্রতত্র ভাবে অপরিকল্পিত ভাবে চাষ না করে বিভিন্ন প্রযুক্তি ব্যবহার করে যদি চাষ করা যায় তাহলে বিদ্যমান যে জলাশয় আছে তা দিয়েই মাছের চাহিদা পুরন করা সম্ভব। এজন্য সরকারের পাশাপাশি ওয়েভ ফাউন্ডেশন যেমন মৎসহ উন্নয়ন ও প্রযুক্তি সম্প্রসারনের মাধ্যমে মাছের উৎপাদন বৃদ্ধি লক্ষ্যে কাজ করছে তেমনি ভাবে মৎসজীবিসহ সমাজের বিভিন্ন শ্রেনীপেশার মানুষের এক্যবদ্ধ সমর্থন ও সহায়তা রকার। আর এই সম্মিলিত প্রয়াশের মাধ্যমে এেকিক যেমন মাছের চাহিদা পুরণ হবে ও অন্য দিকে পুষ্টির ঘাটতি পুরণ হবে।

চুয়াডাঙ্গায় শিশু জিহাদের ছিনতায় হওয়া ভ্যান উদ্ধার করলো সদর থানা পুলিশ

চুয়াডাঙ্গা সদরের দিননাথপুরের শিশু জিহাদের নিকট থেকে ছিনতাই হওয়া ভ্যান উদ্ধার করেছে সদর থানা পুলিশ এই ঘটনার সাথে জড়িত বকুল শেখ (২৪) নামে এক যুবককে গ্রেফতার করা হয়েছে। গ্রেফতার বকুল শেখ কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালি থানাধীন উত্তর চাঁদপুর গ্রামের সুরুজ আলীর ছেলে৷

আজ বুধবার চুয়াডাঙ্গা সদর থানা প্রেস ব্রিফিংয়ে সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আনিসুজ্জামান।

এর আগে গত বুধবার ৪ সেপ্টেম্বর চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গায় যাত্রীবেশে শিশু জিহাদের ভ্যানটি কৌশলে ছিনিয়ে নেয় গ্রেফতার হওয়া বকুল। এরপরই ঋণের টাকায় কেনা একমাত্র উপার্জনের সম্বল ব্যাটারিচালিত ভ্যানটি হারিয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ে শিশু জিহাদের পরিবার। কান্না থামছিল না জিহাদের বৃদ্ধ অসুস্থ বাবা-মায়ের।

এদিকে, আজ বুধবার বিকেলে সদর থানা চত্বরে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়েন বৃদ্ধ তাহাজ্জেল মিয়া বলেন, আমি কখনো ভাবিনি চুরি হওয়া ভ্যানটি আবার ফিরে পাবো। পুলিশ ভ্যানটি উদ্ধার করে দিয়েছেন। এতে আমি অনেক খুশি।

তিনি আরও বলেন, আমি অ্যাজমা রোগী। বয়স হয়েছে। ভ্যান চালাতে পারিনা এখন৷ আমার স্ত্রী দীর্ঘদিন যাবত অসুস্থ হয়ে বিছানাগত। পরিবারের একমাত্র উপার্জনকারি আমার ছেলে জিহাদকে লোন তুলে ভ্যান কিনে দিয়েছিলেন। এরপর তার উপার্জনেই টেনেটুনে চলছিল সংসার। ভ্যান ছিনতাই হবার পর আমরা দিশেহারা হয়ে পড়ি। এমনকি বাড়িতে বাজার না থাকায় দুদিন রান্নাবান্নাও হয়নি। শুক্রবার জুম্মার পর মসজিদ থেকে পাওয়া খিচুড়ি খেয়েই দিন পার করেছিলাম। সেই সংবাদ প্রচারের পর মানবিক ব্যক্তিরা আমার পরিবারের পাশে দাঁড়িয়েছেন। এখন আমার ভ্যানটি পেয়ে অনেক খুশি। এখন আদালতের মাধ্যমে ভ্যানটি হস্তান্তর করা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ।

জেলা পুলিশ সুত্রে জানা যায়, ভ্যান ছিনতাইয়ের ঘটনাটি গণমাধ্যম সংবাদ প্রকাশের পর বিষয়টি চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার খন্দকার গোলাম মওলার নজরে আসে। এরপরই তিনি ভ্যানটি উদ্ধারসহ জড়িতদের ধরতে নির্দেশনা দেন। পরবর্তীতে জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আনিসুজ্জামানের দিকনির্দেশনায় সদর থানা পুলিশের পরিদর্শক (অপারেশন) আলী হোসেনের নেতৃত্বে উপ-পরিদর্শক (এসআই) হাসানুজ্জামান বিভিন্নস্থানে অভিযান পরিচালনা করেন। অবশেষে তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় টানা ১৪ দিন পর কুষ্টিয়া জেলার কুমারখালি থেকে মূলহোতা বকুল শেখকে গ্রেফতার করতে সক্ষম হয়। পরে জিজ্ঞাসাবাদে ভ্যান ছিনতাইয়ের কথা স্বীকার করেন এবং ছিনতায় করা ভ্যানটি তার হেফাজত থেকে উদ্ধার করে পুলিশ।

এসআই হাসানুজ্জামান বলেন, ঘটনার পর উর্দ্ধতন কর্মকর্তাদের নির্দেশনা বিভিন্ন স্থানে অভিযান পরিচালনা করে। তথ্যপ্রযুক্তির সহায়তায় বকুল শেখ অবস্থান নিশ্চিত হই। পরে কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করা হয়। তার দেওয়া স্বীকারোক্তিতে ছিনতাই হওয়া ভ্যানটি উদ্ধার করতে সক্ষম হয়। এ ঘটনায় শিশু জিহাদের বাবা তাহাজ্জেল মিয়া সদর থানায় বাদি হয়ে একটি মামলা দায়ের করেছেন। সেই মামলায় অভিযুক্ত বাবুল শেখলে গ্রেফতার করা হয়েছে। তার নিকট থেকে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া গেছে৷ এঘটনার সঙ্গে জড়িতদের গ্রেফতারে অভিযান চলছে।

জেলা পুলিশের অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আনিসুজ্জামান বলেন, সংবাদ প্রকাশের পর বিষয়টি আমার নজরে আসে। এরপর ভ্যানটি উদ্ধার করতে পুলিশ অভিযান শুরু করে৷ পরে ভ্যানটি উদ্ধার করতে সক্ষম হয় এবং অভিযুক্তকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন, ঘটনাটি সংবাদ মাধ্যমে দেখে নিজের বিবেকের কাছে নাড়া দিয়েছিল। আমরা জেলা পুলিশ দারিদ্র পরিবারের একমাত্র উপার্জনের সম্বল ভ্যানটি উদ্ধার করতে পেরে আনন্দিত। জেলা পুলিশ সব সময় চুয়াডাঙ্গাবাসির পাশে আছে, ছিল ও থাকবে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের মাসিক কল্যাণ সভা অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গা পুলিশ লাইন্স ড্রিলশেডে জেলা পুলিশের মাসিক কল্যাণ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ বুধবার সাড়ে বারোটাই চুয়াডাঙ্গা পুলিশ সুপার খন্দকার গোলাম মওলা, বিপিএম-সেবার সভাপতিত্বে সেপ্টেম্বর মাসের মাসিক কল্যাণ সভা অনুষ্ঠিত হয়।

পুলিশ সুপার কল্যাণ সভায় অংশগ্রহণকারী সকল অফিসার-ফোর্সদের কথা মনোযোগ সহকারে শোনেন। পূর্ববর্তী কল্যাণ সভায় উপস্থাপিত বিষয়ে সমাধানসহ সকলের কল্যাণে সার্বিক বিষয়ে আলোচনা করেন।

পুলিশ সুপার জেলা পুলিশের প্রতিটি সদস্যের ঐক্যবদ্ধ চেস্টায় সাফল্যের ধারাবাহিকতা ধরে রাখার দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। সকল ইউনিট ইনচার্জকে মেসে স্বাস্থ্যসম্মত খাবার পরিবেশন ও পর্যাপ্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিশ্চিত করতঃ চাহিদার প্রেক্ষিতে ছুটি প্রদানের নির্দেশ প্রদান করেন। বাংলাদেশ পুলিশের ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হয় এমন কাজ থেকে বিরত থেকে জনসাধারণের সর্বোচ্চ পুলিশী সেবা প্রদানের জন্য আহবান জানান।

উক্ত কল্যাণ সভায় আরও উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (সদর সার্কেল) আনিসুজ্জামান, সহকারী পুলিশ সুপার (দামুড়হুদা সার্কেল) জাকিয়া সুলতানা, মেডিকেল অফিসার হুমায়রা আক্তার সহ সকল অফিসার ইনচার্জ, ডিআইও-১; কোর্ট পুলিশ পরিদর্শক; আরআই; টিআই (প্রশাসন), সকল ক্যাম্প ইনচার্জসহ চুয়াডাঙ্গা জেলা পুলিশের বিভিন্ন পদমর্যাদার অফিসার ও ফোর্স উপস্থিত ছিলেন।